সাপের সম্বন্ধে

জয়াদিত্য পুরকায়স্থ

সাপ— নাম শোনা মাত্র আমাদের বেশির ভাগের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। মানুষেরা এই পৃথিবীতে আসার অনেক আগে সাপেরা এই পৃথিবীতে প্রায় 350 নিযুত বছর আগে আসে। সাপেরা সরীসৃপ প্রাণী। সরীসৃপ হিসেবে আছে টিকটিকি, কচ্ছপ, গিরগিটি ইত্যাদি। অবশ্য সেই প্রাগঐতিহাসিক Dinosor-ও এই কুলেরই বংশজ। সরীসৃপের মধ্যে সাপেরাই সবচাইতে বেশি চর্চিত, কারণও আছে। একটা হাত পা না-থাকা প্রাণী স্থল, জল, গাছ ইত্যাদিতে কেমন সাচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়, ভাবতেই অবাক লাগে। সাপ পৃথিবীর প্রায় সবরকম প্রাকৃতিক আবাসেই পাওয়া যায় কিন্তু যে-কারণে ওদের একটা সাধারণ জীব থেকে পৃথক করে সেটা হচ্ছে গিয়ে তাদের বিষ সঞ্চার করার ক্ষমতা। কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ সাপেরাই বিষহীন।

ভারতে প্রায় 275 প্রজাতির সাপ পাওয়া যায়, তার মধ্যে 102 প্রজাতি উত্তর-পূর্ব ভারতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে সাপ নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে তা প্রকৃতপক্ষে সাপ সংরক্ষণের পথে এক বাধা। বিংশ শতাব্দীতে যখন মানুষ চাঁদে গিয়ে পা ফেলছে তখনও আমাদের বেশির ভাগেরই সাপকে এক সাধারণ জীব জগতের অংশ ভাবতে কষ্ট হয়। ইচ্ছাধারী নাগ তেমনি একটা আমাদের মনের উপজ। ভাবুন, একটা সাপ যদি মানুষ হতে পারত ও কেনই-বা আবার ভোল পালটে সাপ হতে যাবে? এই Mobile Phone, Setellite T.V. ইত্যাদির আনন্দ কেনই-বা ছাড়বে? অবশ্যই কিছু নিম্নমানের টিভি ধারাবাহিক দেখে মনে হয় সাপ হওয়াই ভালো ছিল। আবার রাস্তার পাশে যে সাঁপুড়েরা সাপের নাচ দেখায় তা সত্যি একটা বীরের পরিচয়। না না, আমি এই কথা সাঁপুড়েদের জন্য বলছি না, আসল বীর হচ্ছে সাপেরা যাদের সেই বেসুরো বাঁশির আওয়াজ সহ্য করতে হয়। কিন্তু সাপদের জন্য সুখের ব্যাপার এই যে তাদের কান নেই সুতরাং ওরা ওই আওয়াজ শুনতে পায় না। আসলে সাপেরা সাঁপুড়ের বাঁশিকে অনুসরণ করে নড়তে থাকে যা দেখে আমরা ভাবি সাপেরা বাঁশির তালে নাচছে। চলতি ধারা মতে সাপের স্মরণশক্তি অসাধারণ। তারা যাকে একবার দেখে নেয় তাকে সহজে ভুলে না। তা যদি সত্যি হয় তাহলে পুলিশ বিভাগে কুকুরের স্থানে সাপ নিযুক্ত করা হবে অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্যে। ভাবুন, কেমন অবাক লাগবে, পুলিশের সঙ্গে কুকুরের জায়গায় সাপ। আসলে সাপেরা আমাদের কিংবা কুকুরের তুলনায় বহু নিম্ন বর্গের প্রাণী আর ওদের মস্তিস্কের ক্ষমতা আমাদের তুলনায় খুব সামান্য। ওরা সাধারণত ভেবে কোনো কাজ করে না। যা আমরা দেখতে পাই সেটা হল ওদের সহজাত প্রতিক্রিয়া।

এবার আমরা চলে যাই সাপের সবচেয়ে বিশেষ ক্ষমতায়, অর্থাৎ বিষ সঞ্চার করার ক্ষমতা। সাপের উপরের চোয়ালের পাশে থাকে বিষগ্রন্থি, সেগুলোই হচ্ছে বিষের থলি। যখন সাপ শিকার করে বা উদ্‌বিগ্ন হয় তখন ওরা এই থলি থেকে বিষের সঞ্চার করে। এই বিষ থলি থেকে এক বিশেষ নলি দিয়ে তাদের বিষ দাঁতে এসে পৌঁছায়। এই বিষ দাঁত হচ্ছে এক বিশেষ প্রকারের দাঁত যার ভিতর ফাঁকা, অনেকটা Injection-এর ছুঁচের মতো। বিষাক্ত সাপ কামড় দিলে সেই ছুঁচের মতো দাঁত শিকারের রক্তে বিষ পৌঁছে দেয়। সাপের বিষ হচ্ছে এক প্রকারের Protein যা শরীরের ভিতরে গিয়ে একটা জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ করে। কিছু সাপের বিষ আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে অকেজো করে ফেলে, কিছু সাপের বিষ দংশনের জায়গা পঁচিয়ে ফেলে। আবার কিছু বিষ রক্তকে পাতলা করে দেয়। ভারতে প্রতিবছর প্রায় 20 থেকে 50 হাজার মানুষ সাপের কামড়ে মারা যায়। বেশির ভাগ মৃত্যুর কারণই হচ্ছে সাপের বিষের প্রতি অজ্ঞানতা। সাপের বিষের একমাত্র উপাচার হচ্ছে বিষরোধী Antivenom যা সাপের বিষ থেকেই তৈরি করা হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জগতে সাপের বিষ একটি বড় চর্চার বিষয়। হয়তো আগামী দিনে এই সাপের বিষেই হৃদ্‌রোগ থেকে কর্কট রোগ অবধি বহু অসুখ নিরাময়ের উপায় পাওয়া যেতে পারে।

জীব জগতে সব জীবেরই একটা প্রাধান্য রয়েছে আর আমরা মানুষেরা হচ্ছি এই জীব জগতের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জীব। আমরা সংরক্ষণও করতে পারি আবার বিনাশও করতে পারি। পৃথিবীর জীবচক্রের ভাগ্য নির্ধারণ করবে আমাদের এই সিদ্ধান্ত। আমরা মানুষেরা কী হতে চাই? ‘রক্ষক না ভক্ষক’?

সাপ কামড়ালে কী করবেন—

১। মনের শক্তি বজায় রাখবেন, ভয় পেলে হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায়। ফলে সাপের বিষ দ্রুত গতিতে শরীরে ছড়িয়ে পড়বে।
২। কী সাপ কামড় দিয়েছে সেটা নির্ণয় করতে পারলেই সঠিক চিকিৎসা নির্ধারণ করা যায়।
৩। কামড় দেওয়া অঙ্গটাকে যথা সম্ভব নিশ্চল করে রাখুন।
৪। কামড় দেওয়া জায়গাটায় কাটাছেঁরা করবেন না।
৫। পরিধান করা যে কোনো Tight জিনিস খুলে ফেলুন।
৬। ঝাড়ফুক জাতীয় চিকিৎসায় সময় নষ্ট করবেন না। এতে বহু মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়।
৭। সাপের বিষের একমাত্র ঔষধ হচ্ছে Antivenom যা একমাত্র চিকিৎসালয়েই উপলব্ধ। তাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় রুগিকে নিকটবর্তী চিকিৎসালয়ে নিয়ে যান।